বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সহকারী জজ) পরীক্ষার পরীক্ষার প্রার্থীদের অনুসরণীয় নির্দেশাবলি এবং জ্ঞাতব্য বিষয়সমুহ

১। **আবেদনপত্র ঃ—**

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত আবেদনপত্র (BJSC Form I) অনলাইনে পূরণ করিয়া শুধু আবেদন করা যাইবে। নির্ধারিত সময়ের পর দাখিলী কোনো আবেদনপত্র গ্রহণ করা হইবে না।

২। **শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতা ঃ—**

(ক) "তিনি কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আইন বিষয়ে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) অথবা আইন বিষয়ে স্নাতক অথবা কোনো স্বীকৃত বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আইন বিষয়ে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদি স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হন।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ব্যক্তিকে আইন বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতক (সম্মান) বা, ক্ষেত্রমত, আইন বিষয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ প্রাপ্ত হইতে হইবে।"

(খ) অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সিজিপিএ-এর ক্ষেত্রে ঃ—

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ে যেই স্কেলে (যেমন-৪ বা ৫) সিজিপিএ প্রদান করিয়া থাকে সেই সিজিপিএ স্কেলকে ৮০% এর সমান নম্বর ধরিতে হইবে;

(২) উক্ত নম্বরের অনুপাতে অর্জিত সিজিপিএ-এর নম্বরকে শতকরা নম্বরে রূপান্তর করিতে হইবে;

(৩) উল্লিখিত পদ্ধতিতে রূপান্তরিত শতকরা নম্বরের ভিত্তিতে নিম্নরূপ বিভাগ/শ্রেণি নির্ধারণ করিতে হইবে ঃ-

নিরূপিত নম্বর ব্যপ্তি (শতকরা হারে)	সমতুল্য শ্রেণি/বিভাগ
৬০% বা তদূর্ধ্ব	প্রথম শ্রেণি/বিভাগ
৪৫% বা ততোধিক কিন্তু ৬০% এর কম	দ্বিতীয় শ্রেণি/বিভাগ
৩৩% বা ততোধিক কিন্তু ৪৫% এর কম	তৃতীয় শ্রেণি/বিভাগ

অর্থাৎ কোন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ৪ বা ৫ স্কেলে সিজিপিএ প্রদত্ত হইয়া থাকিলে, উল্লিখিত (১) ও (২) শর্ত অনুসারে শতকরা হার নিরূপণের জন্য নিম্নের সূত্রটি ব্যবহার করিতে হইবে ঃ

$$\frac{৮০}{\text{বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুসৃত সিজিপিএ স্কেল (যেমন-৪ বা ৫)}} \times \text{অর্জিত সিজিপিএ} = \text{অর্জিত শতকরা নম্বর}$$

উদাহরণঃ- কোন শিক্ষার্থী সিজিপিএ ৪.০০ স্কেলে ৩.০০ পাইয়া থাকিলে তাহার অর্জিত শ্রেণি/বিভাগ হইবে নিম্নরূপ ঃ

$\frac{৮০}{৪} \times ৩ = ৬০\%$; অর্থাৎ তাহার অর্জিত ফলাফল প্রথম শ্রেণি/বিভাগ বলিয়া গণ্য হইবে।

কোন শিক্ষার্থী সিজিপিএ ৫.০০ স্কেলে ৩.০০ পাইয়া থাকিলে তাহার অর্জিত শ্রেণি/বিভাগ হইবে নিম্নরূপ ঃ

$\frac{৮০}{৫} \times ৩ = ৪৮\%$; অর্থাৎ তাহার অর্জিত ফলাফল দ্বিতীয় শ্রেণি/বিভাগ বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) **বিদেশি ডিগ্রি ঃ** বিদেশ হইতে অর্জিত আইন বিষয়ক ডিগ্রিকে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগের শিক্ষাগত যোগ্যতার সমমানের বলিয়া কোন প্রার্থী দাবি করিলে তিনি তাহার অর্জিত ডিগ্রির সনদের সত্যায়িত ফটোকপি BJSC Form II এর সহিত জমা দিবেন । বিদেশ হইতে অর্জিত আইন বিষয়ে কোনো ডিগ্রিকে সহকারী জজ পদের জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার সমমান (Equivalent) বলে 'উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ' কর্তৃক ঘোষিত হইতে হইবে।

(ঘ) **পরীক্ষায় অবতীর্ণ প্রার্থী ঃ** আইন বিষয়ে স্নাতক অথবা স্নাতক (সম্মান) অথবা এলএল.এম. পরীক্ষায় অবতীর্ণ কোন প্রার্থী আবেদনপত্র দাখিল করিতে পারিবেন এবং তাহাদের আবেদনপত্র নিম্নরূপ শর্ত সাপেক্ষে সাময়িকভাবে গৃহীত হইবে ঃ—

(১) উক্ত পরীক্ষা আবেদনপত্র দাখিলের শেষ তারিখে বা তৎপূর্বে শেষ হইতে হইবে।

(২) প্রার্থী উক্ত পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়াছেন মর্মে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক/বিভাগীয় প্রধান/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত পরীক্ষা শেষ হওয়ার তারিখ উল্লিখিত সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি BJSC Form II এর সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে। বিজেএস-এর মৌখিক পরীক্ষার সময় আইন বিষয়ে উক্ত পরীক্ষায় ন্যূনতম ২য় শ্রেণি/সমমানের গ্রেড অর্জনের প্রমাণস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল/সাময়িক সনদপত্র এবং নম্বরপত্রের মূলকপি প্রদর্শন করিতে হইবে। তাহা ছাড়া এইগুলির সত্যায়িত ফটোকপিও কমিশনে দাখিল করিতে হইবে। অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে না এবং প্রার্থিতাও বাতিল হইবে।

(৩) (১) বা (২) নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তের যে কোনটি পালন করা না হইলে আবেদনপত্র সরাসরি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৩। **বয়স ঃ—**

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখে অনধিক ৩২ বৎসর। মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট অথবা সমমানের পরীক্ষার মূল সনদপত্র অনুযায়ী প্রার্থীর বয়স নির্ধারণ করা হইবে; এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৪। **জাতীয়তা ও বিদেশি নাগরিক-এর সহিত বিবাহ সংক্রান্ত ঃ—**

প্রার্থীকে বাংলাদেশের নাগরিক অথবা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা অথবা বাংলাদেশের ডমিসাইল্ড হইতে হইবে। তবে প্রার্থী যদি এমন কোনো ব্যক্তিকে বিবাহ করেন অথবা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যিনি বাংলাদেশের নাগরিক নন, তাহা হইলে তিনি অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

৫। **কোটা সংক্রান্ত ঃ—**

চূড়ান্ত ফলাফল ও সুপারিশযোগ্য প্রার্থীর তালিকা প্রস্তুতকালে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়িক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৭ এর সর্বশেষ বিধান অনুসৃত/প্রযোজ্য হবে।

৬। **অপসারণ আদেশ/ইস্তফাপত্র/অনাপত্তিপত্র/ছাড়পত্র ঃ—**

(ক) সরকারি অফিস বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, স্বায়ত্তশাসিত বা আধা-সরকারি সংস্থায় চাকুরিরত প্রার্থীদেরকে যথাসময়ে BJSC Form II এর সহিত সংযুক্ত ফরমে তাহাদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ/যথাযথ কর্তৃপক্ষের সিল স্বাক্ষর গ্রহণ করিয়া মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে অবশ্যই অনাপত্তিপত্র (N.O.C) জমা দিতে হইবে, অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে না।

(খ) চাকুরি হইতে অপসারিত (Removed) হইয়াছেন অথবা চাকুরি হইতে ইস্তফা দিয়াছেন এমন প্রার্থীরাও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন, তবে এই সব প্রার্থীকে চাকুরি হইতে অপসারণের আদেশের বা ইস্তফাপত্র গৃহীত হইয়াছে মর্মে আদেশের সত্যায়িত ফটোকপি BJSC Form II এর সহিত দাখিল করিতে হইবে।

(গ) কোনো প্রার্থী BJSC Form II জমাদানের পর, কিন্তু মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে কোনো চাকুরিতে যোগদান করিলে বা চাকুরি হইতে ইস্তফাদান করিলে বা চাকুরি হইতে অপসারিত হইলে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে উক্ত প্রার্থীকে অবশ্যই নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনাপত্তিপত্র (N.O.C)/ছাড়পত্র/ইস্তফাপত্র গ্রহণ/অপসারণ আদেশের কপি দাখিল করিতে হইবে। অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে না।

৭। BJSC Form I **পূরণ ঃ—**

অনলাইনে BJSC Form I **ভালভাবে পড়িয়া প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পাশে রাখিয়া সতর্কতার সহিত পূরণ করিতে হইবে।**

৮। BJSC Form II **পূরণ ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল ঃ—**

(ক) প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণকে স্বহস্তে পূরণকৃত BJSC Form II ভাঁজ না করিয়া প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ একটি যথাযথ মাপের শক্ত কাগজের খামে কমিশন সচিবালয়ে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে পৌঁছাইতে হইবে। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের পরে BJSC Form II ও সংযুক্ত কাগজাদি গ্রহণ করা হইবে না;

(খ) উল্লিখিত খাম সরাসরি/ডাকযোগে/কুরিয়ার সার্ভিসযোগে পৌঁছানো যাইবে;

(গ) সরাসরি দাখিলকৃত বা ডাকযোগে/কুরিয়ার সার্ভিসযোগে প্রেরিত খাম পরবর্তী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত শেষ তারিখ ও সময়ের মধ্যে উহাতে উল্লিখিত ঠিকানায় না পৌঁছাইলে তাহা গৃহীত হইবে না;

(ঘ) যে-কোনো পর্যায়ে আবেদনপত্রে কোন ভুল-ভ্রান্তি ধরা পড়িলে প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল হইবে;

(ঙ) BJSC Form II এর **সহিত নিম্নলিখিত কাগজপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি** **<u>A_4 সাইজের অফসেট কাগজে</u> নিম্নবর্ণিত ক্রমানুসারেই দাখিল করিতে হইবে ঃ—**

(১) এস.এস.সি/সমমান পরীক্ষা পাসের মূল সনদ ও নম্বরপত্র।

(২) এইচ.এস.সি/সমমান পরীক্ষা পাসের মূল সনদ ও নম্বরপত্র।

(৩) আইন বিষয়ে স্নাতক/সম্মান/এলএল.এম. পরীক্ষায় অবতীর্ণ প্রার্থীর ক্ষেত্রে **<u>পরীক্ষা শেষ হওয়ার তারিখ উল্লিখিত</u>** অবতীর্ণ সনদ।

(৪) আইন বিষয়ে স্নাতক/সম্মান/এলএল.এম. পরীক্ষা পাসের মূল/সাময়িক সনদ এবং মূল নম্বরপত্র (একাধিক অংশসহ)।

(৫) স্নাতক ও তদূর্ধ্ব ডিগ্রী থাকলে এর মূল/সাময়িক সনদ ও মূল নম্বরপত্র।

(৬) স্নাতক/সম্মান/এলএল.এম. পরীক্ষার ফলাফল গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশিত হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক ইস্যুকৃত শতকরা হারে পরিবর্তিত প্রাপ্ত নম্বরের প্রত্যয়নপত্র (প্রত্যয়নপত্রের নমুনা কপি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে)।

(৭) প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত চারিত্রিক সনদপত্র।

(৮) আবেদনপত্রে উল্লিখিত স্থায়ী ঠিকানার সমর্থনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন) কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকত্ব/জাতীয়তা সনদপত্র।

(৯) জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট।

(১০) চাকুরি হতে অপসারণ আদেশ/ইস্তফাপত্র/অনাপত্তিপত্র/ছাড়পত্র (ক্ষেত্রমতে)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ **BJSC Form I, BJSC Form II ও সংশ্লিষ্ট কাগজাদির প্রিন্ট কাগজের এপিঠ-ওপিঠ করা যাবে না।**

BJSC Form II এর **সহিত আরও যাহা জমা দিতে হইবে ঃ—**

(১) আবেদনপত্র দাখিলের অব্যবহিত পূর্বের তিন মাসের মধ্যে তোলা ১ (এক) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত রঙিন ছবি BJSC Form II এর চিহ্নিত স্থানে সংযুক্ত করিতে হইবে।

বিঃ দ্রঃ (ক) পূর্বে বর্ণিত যেই সকল ক্ষেত্রে সত্যায়িত কাগজপত্র দাখিলের শর্ত আছে সেই সকল কাগজপত্র **১ম শ্রেণির সরকারি গেজেটেড কর্মকর্তা** কর্তৃক সত্যায়িত হইতে হইবে।

(খ) পূর্বে বর্ণিত যেই সকল কাগজপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি আবেদনপত্রের সহিত সংযুক্ত করার নির্দেশ রহিয়াছে, সেইগুলির মূল কপি মৌখিক পরীক্ষার সময় প্রদর্শন করিতে হইবে এবং একসেট সত্যায়িত ফটোকপি জমা দিতে হইবে; অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে না এবং প্রার্থিতা বাতিল করা হইবে।

(গ) সংযুক্ত যে-কোনো সনদ/নম্বরপত্র-এর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য কমিশন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন সংগ্রহ করিবার সিদ্ধান্ত লইতে পারিবে।

(ঘ) প্রার্থীকে আবেদনপত্রের নির্দিষ্ট স্থানে স্বাক্ষর করিতে হইবে, নতুবা আবেদনপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঙ) আবেদনপত্রের কোনো ঘর পূরণ না করিলে বা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল না করিলে আবেদনপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। আবেদনপত্রের কোনো ঘর প্রার্থীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হইলে উক্ত স্থান ফাঁকা রাখিতে হইবে;

(চ) BJSC Form II ও চাহিত কাগজপত্র এবং অন্যান্য চিঠিপত্র 'সচিব, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা-১০০০' ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৯। **ঠিকানা ঃ—**

(ক) BJSC Form II এর সহিত সংযুক্ত ফরমে প্রার্থীর ঠিকানা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং ঠিকানা পরিবর্তিত হইলে নতুন ঠিকানা তৎক্ষণাৎ কমিশন সচিবালয়ের সচিব-কে অবগত করাইতে হইবে;

(খ) প্রার্থী কর্তৃক এই আবেদনপত্রে উল্লিখিত প্রদত্ত স্থায়ী ঠিকানা যদি ইতঃপূর্বে উল্লিখিত স্থায়ী ঠিকানা হইতে ভিন্ন হয় কিংবা মহিলা প্রার্থীগণের ক্ষেত্রে যদি স্বামীর ঠিকানা ব্যবহার করা হয় সেই ক্ষেত্রে প্রার্থীকে পরিবর্তিত স্থায়ী ঠিকানার স্বপক্ষে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভার চেয়ারম্যান/সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/ওয়ার্ড কমিশনার প্রদত্ত জাতীয়তার সনদপত্র জমা দিতে হইবে।

১০। **পরীক্ষার ফি ঃ—**

আবেদনটি জমা হওয়ার পর প্রার্থীকে টেলিটক মোবাইল ফোন নম্বরের মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত হারে ও নিয়মে রেজিস্ট্রেসন ফি জমা দিতে হইবে।

১১। **প্রার্থীর ছবি ঃ—**

অনলাইনে আবেদন (BJSC Form I) দাখিল করিবার অব্যবহিত পূর্বের তিন মাসের মধ্যে তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি/উক্ত ছবির স্ক্যান কপি (১০০ কিলোবাইটের নিচে) নির্দিষ্ট স্থানে আপলোড করিতে হইবে।

১২। **প্রবেশপত্র ঃ—**

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত আবেদনের সময়সীমা শেষ হওয়ার পরে প্রবেশপত্রের প্রিন্ট লইতে পারিবেন। আবেদনপত্র হারাইয়া গেলে বা নষ্ট হইলে যেকোনো সময় তিনি User ID দিয়া লগইন করিয়া 'Admit Card' বাটনে ক্লিক করিয়া প্রিন্ট লইতে পারিবেন।

১৩। **প্রাথমিক পরীক্ষা *(Preliminary Examination)* ও পাস নম্বর ঃ—**

সকল প্রার্থীকে ১০০ নম্বরের MCQ (Multiple Choice Question) পদ্ধতিতে প্রাথমিক পরীক্ষায় (Preliminary Examination) অবতীর্ণ হতে হবে। উক্ত পরীক্ষায় মোট ১০০ টি MCQ থাকবে। প্রতিটি MCQ এর মান হবে ১ (এক) নম্বর। তবে প্রতিটি MCQ এর ভুল উত্তরের জন্যে ০.২৫ নম্বর কর্তন করা হবে। সকল প্রার্থীকেই লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রাক যোগ্যতা হিসেবে প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। প্রাথমিক পরীক্ষায় ন্যূনতম পাস নম্বর ৫০। প্রাথমিক পরীক্ষায় সাধারণ বাংলা, সাধারণ ইংরেজি, বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ, সাধারণ গণিত, দৈনন্দিন বিজ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা এবং আইন বিষয়সমূহের উপর প্রশ্ন করা হবে। প্রাথমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর কোনো প্রার্থীর লিখিত বা মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করা হবে না।

১৪। **লিখিত পরীক্ষা, উহার মানবন্টন ও সিলেবাস ঃ—** নিম্নবর্ণিত বিষয় ও নম্বরের ভিত্তিতে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে-

লিখিত পরীক্ষার বিষয়সমূহঃ-

প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদেরকে মোট ১০০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে হইবে।
লিখিত পরীক্ষার মানবন্টন হইবে নিম্নরূপঃ-

আবশ্যিক সাধারণ বিষয়সমূহ
মোট নম্বর-৪০০

ক্রমিক নং	বিষয়ের নাম	পূর্ণমান
১।	**সাধারণ বাংলা**	১০০
২।	**সাধারণ ইংরেজি**	১০০
৩।	**বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ**	১০০
	ক. বাংলাদেশ বিষয়সমূহ	৫০
	খ. আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ	৫০
৪।	**সাধারণ গণিত ও দৈনন্দিন বিজ্ঞান** (General Mathematics and Everyday Science)	১০০
	ক. সাধারণ গণিত (এস.এস.সি পর্যন্ত আবশ্যিক গণিত)	৫০
	খ. দৈনন্দিন বিজ্ঞান	৫০

দ্বিতীয় ভাগ

আবশ্যিক আইন বিষয়সমূহ

মোট নম্বর – ৫০০

ক্রমিক নং বিষয়ের নাম

পূর্ণমান

১। দেওয়ানী মামলা সংক্রান্ত আইন ঃ .... পূর্ণমান ঃ ১০০

বিষয়	নম্বর
ক. The Code of Civil Procedure, 1908	৬০
খ. The Specific Relief Act, 1877	
গ. The Civil Courts Act, 1887	৪০
ঘ. The Limitation Act, 1908	
ঙ.বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ধারণা ও এতদ্‌সংক্রান্ত আইন	

২। অপরাধ সংক্রান্ত আইন ঃ .... পূর্ণমান ঃ ১০০

ক. The Code of Criminal Procedure, 1898 .... ৪০
খ. The Penal Code, 1860 .... ৪০
গ. The Evidence Act, 1872 .... ২০

৩। পারিবারিক সম্পর্ক বিষয়ক আইন ঃ .... পূর্ণমান ঃ ১০০

ক. মুসলিম আইন ৬০
খ. হিন্দু আইন ২০
গ. অন্যান্য আইন ২০
(i) The Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939 (Act No. VIII of 1939)
(ii) The Muslim Family Laws Ordinance, 1961 (Ordinance No. VIII of 1961)
(ii) পারিবারিক আদালত আইন, ২০২৩

৪। সাংবিধানিক আইন, জেনারেল ক্লজেস এ্যাক্ট ও আইনের ব্যাখ্যার ধারণাঃ .... পূর্ণমান ঃ ১০০

বিষয়	নম্বর
ক. সাংবিধানিক আইন	৮০
খ. The General Clauses Act, 1897	২০
গ. আইনের ব্যাখ্যার ধারণা	

৫। সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনঃ .... পূর্ণমান ঃ ১০০

বিষয়	নম্বর
ক. The Contract Act, 1872	৬০
খ.The Transfer of Property Act, 1882	
গ. The Registration Act, 1908	
ঘ. The State Acquisition and Tenancy Act, 1950	৪০
ঙ. The Non-Agricultural Tenancy Act, 1949	

তৃতীয় ভাগ

ঐচ্ছিক আইন বিষয়সমূহ

মোট নম্বর – ১০০

[নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলির মধ্য হইতে যে-কোন একটি বিষয় নির্বাচন করিতে হইবে।]

ক্রমিক নং	বিষয়ের নাম	পূর্ণমান
১।	ঐচ্ছিক বিষয়-১ ...... পূর্ণমান ঃ	১০০
	ক. শিশু আইন, ২০১৩......	৬০
	খ. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০	
	গ. আইনগত সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত আইন......	
	ঘ. The Special Powers Act, 1974......	৪০
	ঙ. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮......	
	অথবা,	
২।	ঐচ্ছিক বিষয়-২	১০০
	ক. দুর্নীতি দমন সংক্রান্ত আইন	৪০
	খ. আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২......	
	গ. The Negotiable Instruments Act, 1881......	৬০
	ঘ. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২	
	ঙ. সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩	

১৫। পরীক্ষার স্থান ও তারিখ ঃ—

কমিশন সকল পরীক্ষা ঢাকায় গ্রহণ করিবে। তবে দেশের বাহিরে অবস্থানরত প্রার্থীর সংখ্যা এবং এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা বিবেচনাক্রমে কমিশন দেশের বাহিরে কোন স্থানেও সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে। প্রাথমিক, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার তারিখ কমিশনের ওয়েবসাইট এবং দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হইবে।

১৬। পরীক্ষার ভাষা ঃ—

কমিশন ভিন্নরূপ নির্দেশনা প্রদান না করিলে একজন পরীক্ষার্থী লিখিত পরীক্ষার কোনো একটি বিষয়ে বাংলা বা ইংরেজি যে কোনো একটি ভাষা ব্যবহার করিতে পারিবেন, তবে একই বিষয়ে আংশিক বাংলা বা আংশিক ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

১৭। লিখিত পরীক্ষায় পাস নম্বর ঃ—

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে ভিন্নরূপ উল্লেখ না থাকিলে লিখিত পরীক্ষার বিষয়সমূহে গড়ে ৫০% নম্বর পাইলে একজন পরীক্ষার্থী লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন মর্মে গণ্য হইবেন। কোনো পরীক্ষার্থী লিখিত পরীক্ষার কোনো বিষয়ে ৩০% এর কম নম্বর পাইলে তিনি লিখিত পরীক্ষায় অকৃতকার্য বলিয়া গণ্য হইবেন। প্রতিটি বিষয়ের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত সময় হইবে তিন ঘণ্টা।

১৮। উত্তরপত্রের গোপনীয়তা ঃ—

পরীক্ষার সকল উত্তরপত্র গোপন দলিল হিসাবে গণ্য হইবে এবং তাহা কোনো পরীক্ষার্থীকে বা তাহার প্রতিনিধিকে দেখানো হইবে না। উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষার জন্য কোনো দরখাস্ত বিবেচনা করা হইবে না।

১৯। মৌখিক পরীক্ষা ঃ—

(ক) মৌখিক পরীক্ষার জন্য মোট ১০০ নম্বর নির্ধারিত থাকিবে। লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্য পরীক্ষার্থীগণকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাকা হইবে। মৌখিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর আইন সম্পর্কিত জ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, হাতের লেখার স্পষ্টতা, মানসিক সতর্কতা, মানসিক শক্তি, চারিত্রিক দৃঢ়তা, বাচনভঙ্গি, নেতৃত্ব প্রদানের গুণাবলি ও ব্যক্তিত্বের অন্যান্য দিক এবং পাঠ্যক্রম বহির্ভূত ক্রিয়াকলাপ যেমন-খেলাধুলা, বিতর্ক, শখ ইত্যাদি বিবেচনা করা হইবে। কোনো প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষায় ৫০%-এর কম নম্বর পাইলে তিনি অকৃতকার্য হইবেন।

(খ) সরকারি অফিস বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ সংবিধিবদ্ধ স্বায়ত্তশাসিত বা আধা-সরকারি সংস্থায় চাকুরিরত প্রার্থীদেরকে মৌখিক পরীক্ষার সময় নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ/যথাযথ কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ মন্ত্রণালয়/উক্ত সংস্থার প্রধান কার্যালয় এর নিকট হইতে অনাপত্তিপত্র দাখিল করিতে হইবে।

(গ) কমিশন কর্তৃক মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের সময়-
শিক্ষা বোর্ড, ইনস্টিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত মূল অথবা সাময়িক সনদপত্র, মূল মার্কশীট এবং ৮ (ঙ) দফায় বর্ণিত অন্যান্য সনদপত্রের মূলকপি ও এক সেট ফটোকপি প্রদর্শন করিতে হইবে। অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে না এবং প্রার্থিতা বাতিল করা হইবে।

২০। **স্বাস্থ্য পরীক্ষা ঃ—**

(ক) লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় কৃতকার্য প্রার্থীগণকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক গঠিত মেডিকেল বোর্ড অথবা ক্ষেত্র বিশেষে, তৎকর্তৃক মনোনীত কোনো মেডিকেল অফিসার-এর নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। মহাপরিচালক এইরূপ স্বাস্থ্য পরীক্ষার স্থান, তারিখ, সময় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ কমিশন সচিবালয়কে অবহিত করিলে তাহা প্রার্থীগণকে যথাসময়ে কমিশনের ওয়েবসাইট এবং দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি মারফত অবহিত করানো হইবে।

(খ) কোনো পুরুষ প্রার্থীর উচ্চতা ও ওজন যথাক্রমে ১.৫২৪ মিটার ও ৪৫ কেজি এবং মহিলা প্রার্থীর উচ্চতা ও ওজন যথাক্রমে ১.৪৭৩ মিটার ও ৪০ কেজির কম হইলে তিনি নিয়োগের জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

(গ) প্রার্থীগণকে "বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগ বিষয়ক আদেশ, ২০০৭" এর ৩য় তফসিল অনুযায়ী দৃষ্টি শক্তি এবং অন্যান্য শারীরিক সক্ষমতা সম্পন্ন হইতে হইবে।

(ঘ) প্রার্থী সংক্রামক ব্যাধি হইতে মুক্ত এতদ্‌মর্মে কোনো মেডিকেল অফিসার কর্তৃক স্বাক্ষরিত সনদপত্র উপস্থাপন করিতে হইবে।

(ঙ) কোনো প্রার্থী নিয়োগযোগ্য হইবেন না, যদি উক্ত মেডিকেল বোর্ড বা মেডিকেল অফিসার এই মর্মে প্রত্যয়ন না করেন যে, উক্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্যগতভাবে অনুরূপ পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য এবং তিনি এইরূপ কোনো দৈহিক বৈকল্যে ভুগিতেছেন না যাহা সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব পালনে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে।

(চ) মেডিকেল বোর্ড বা ক্ষেত্রমত মেডিকেল অফিসার কর্তৃক একজন প্রার্থীকে কোনো খুঁত বা ত্রুটির কারণে অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইলে উক্ত খুঁত বা ত্রুটিসহ অযোগ্যতা ঘোষণার বিষয়টি প্রার্থীকে জানানো হইবে। প্রার্থী উক্ত ঘোষণা সম্পর্কে অবগত হইবার ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কমিশন বরাবর আপীল করিতে পারিবেন।

(ছ) আপীলকারীর স্বাস্থ্য পুনরায় পরীক্ষা সংক্রান্ত আপীল শুনানী হইবে কিনা তদ্‌বিষয়ে কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(জ) কমিশন আপীলকারীর স্বাস্থ্য পুণরায় পরীক্ষার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মেডিকেল আপীল বোর্ড গঠন করিবেন এবং উক্ত বিষয়ে মেডিকেল আপীল বোর্ড-এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঝ) স্বাস্থ্য পরীক্ষার সফল সমাপ্তি কোনো প্রার্থীকে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগের বিষয়ে নিশ্চয়তা দিবে না।

২১। **মিথ্যা তথ্য দাখিল ঃ—**

যদি কোন প্রার্থী সজ্ঞানে কোনো মিথ্যা তথ্য দাখিল করেন বা এমন কোনো তথ্য দাখিল করেন যাহা তিনি মিথ্যা মর্মে বিশ্বাস করেন বা কোনো তথ্য গোপন করেন বা ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো জাল সনদপত্র দাখিল করেন বা কোনো দলিলে তাহার বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা বা প্রার্থিতা সম্পর্কিত কোনো তথ্য ঘষামাজা বা পরিবর্তন করেন, অথবা পরীক্ষার হলে অসদাচরণ করেন, সেই ক্ষেত্রে তাহাকে উক্ত কার্য বা কার্যসমূহের জন্য যেই পরীক্ষার নিমিত্ত উক্তরূপ কার্য করিয়াছেন তাহাসহ পরবর্তী এক বা একাধিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য অযোগ্য হিসাবে তালিকাভুক্ত করাসহ তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করা যাইতে পারে।

২২। **BJSC Form II খামে ভরার পূর্বের সতর্কতা ঃ—**

(ক) সব অনুচ্ছেদ যথাযথভাবে পূরণ করা হইয়াছে কিনা?
(খ) আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করা হইয়াছে কিনা?
(গ) আবেদনপত্রের নির্দিষ্ট স্থানে ছবি আঠা দিয়া লাগানো ও ছবির উপরে সত্যায়ন করা হইয়াছে কিনা?
(ঘ) সত্যায়িত সার্টিফিকেট ও মার্কসীটগুলি আবেদনপত্রের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে কিনা?